যুগান্তর

02 FEB-2005

বিশ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত

মুজিব মাসুদ

সরকার সারাদেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় ২০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও (মান্থলি পে-অর্ডার) বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই চাকরিও হারাতে পারেন। এমপিও বাতিলের তালিকায় রয়েছে অভিজ্ঞতাহীন ও প্রশিক্ষণহীন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী সুপার, শরীরচর্চা শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান। এছাড়া যেসব শিক্ষক-কর্মচারী এর আগে জনবল কাঠামোর নীতিমালা লংঘন করে অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন তাদেরও এমপিও বাতিল করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, গত ২২ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে মানবিক কারণ বিবেচনা করে ও শিক্ষাধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার ২০০৩-২০০৪ সালে এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও বাতিল না করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর শূন্যপদে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শূন্যপদ না থাকলে তার এমপিও বাতিল করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ৮/৯ বছরে সারাদেশে এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা হবে প্রায় এক লাখের ওপর। তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতাহীন, প্রশিক্ষণহীন ও জনবল

বাতিল : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

বাতিল : এমপিও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাঠামো সংক্রান্ত নীতিমালার বাইরে এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। নিয়মানুযায়ী একটি বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ১০ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সহকারী প্রধান শিক্ষকের জন্য ৫ বছর। কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষের ১২ বছর, উপাধ্যক্ষ ৮ বছর, দাখিল মাদ্রাসার সুপার ও সহকারী সুপারের জন্য ৫ বছর, ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ১০ বছর, ভাইস প্রিন্সিপাল ৮ বছর, ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল ১৫ বছর, ভাইস প্রিন্সিপাল ১০ বছর এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ১০ বছরের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক। নিয়ম অনুযায়ী এসব অভিজ্ঞতা না থাকলে ওই শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা যাবে না। কিন্তু দেখা গেছে, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ কারণে সরকার এসব শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক আদেশে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরকে জানিয়েছে। পাশাপাশি মানবিক কারণে কতজন শিক্ষকের এমপিও বাতিল করা যাবে না তাদেরও একটি তালিকা তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, উল্লিখিত শিক্ষক-কর্মচারীর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ না থাকায় তাদের এমপিওভুক্তিতে আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোয় প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাহীন শিক্ষক-কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়ার কোন বিধান নেই। পাশাপাশি চিঠিতে এখন থেকে এ জাতীয় পদগুলোতে অভিজ্ঞতাহীন কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া বা এমপিওভুক্ত করা যাবে না বলেও আদেশ জারি করা হয়েছে।

শরীরচর্চা শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ানদের ব্যাপারে চিঠিতে বলা হয়েছে, এ জাতীয় পদগুলো বাস্তবে ভিন্ন ধরনের। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ব্যতীত এসব পদে নিয়োগ বিবেচনা করা যায় না।

তবে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, মানবিক কারণ বিবেচনা করে ২০০৩-২০০৪ সালের নিয়োগপ্রাপ্ত এ জাতীয় পদে এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষকদের শর্তসাপেক্ষে নিয়োগ বহাল রাখা হবে; কিন্তু ২০০৩ সালের ৩১ আগস্টের সার্কুলারের পর এ জাতীয় সব নিয়োগ বাতিল করা হবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন জানান, জনবল কাঠামোর নীতিমালার কারণে কতজন শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বাতিল হবে সে তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তিনি বলেন, এখন থেকে কোন অভিজ্ঞতাহীন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হবে না। তবে ২০০৩-২০০৪ সালে এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের শর্তসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে শূন্যপদে রেখে দেয়া হবে। কিন্তু এটিকে ভবিষ্যতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সারাদেশে বর্তমানে ২৭ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একজন করে শরীরচর্চা শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান রয়েছে। মাউশি অধিদফতর সূত্র জানায়, ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত এ জাতীয় পদে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকেরই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নেই বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে।

অপরদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সারাদেশের অধিকাংশ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ২/৩ জন করে জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। নীতিমালা লংঘন করে তাদের গোপনে এমপিওভুক্তও করা হয়েছে। এ কারণে প্রতি বছর সরকারের শত শত কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে।

এই অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জনবল কাঠামোর নিয়ম অনুযায়ী ডিগ্রি কলেজের জন্য একজন অধ্যক্ষ, একজন উপাধ্যক্ষ ও প্রত্যেক বিষয়ের জন্য দু'জন প্রভাষক। পাশাপাশি অনুমোদিত কৃষি, শরীরচর্চা ও কম্পিউটার বিষয়ের জন্য একজন করে প্রভাষক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন। অপরদিকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে একজন অধ্যক্ষ ও সব বিষয়ে একজন করে প্রভাষক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন। এছাড়া ডিগ্রি কলেজে তিনজন তৃতীয় শ্রেণী, পাঁচজন চতুর্থ শ্রেণী, ইন্টারমিডিয়েট কলেজে দু'জন তৃতীয় শ্রেণী, দু'জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এমপিওভুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে, অধিকাংশ ডিগ্রি কলেজ ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গোপনে অবৈধভাবে নিয়মের বাইরে একাধিক প্রভাষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে এবং এমপিওভুক্ত করেছে।

অপরদিকে জনবল কাঠামোর নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি আলিম মাদ্রাসার জন্য একজন প্রিন্সিপাল, দাখিল মাদ্রাসার জন্য একজন সুপার, একজন সহ-সুপার, প্রকারভেদে তিন ও পাঁচজন সহকারী মৌলভী; এছাড়া স্কুলের জন্য প্রধান শিক্ষক [illegible] নয়জন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ডিজি অফিস সূত্র জানায়, ঢাকাসহ সারাদেশের অধিকাংশ স্কুল ও মাদ্রাসায় দুয়ের অধিক কোন কোন ক্ষেত্রে চার-পাঁচজন শিক্ষকও অতিরিক্ত এমপিওভুক্তিতে সুবিধা ভোগ করছেন। এখানে সরকারের প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এ কারণে সরকার এ জাতীয় অনুমোদনহীন শিক্ষকদের এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সূত্র জানায়, খুব শিগগির এই বাতিলের আদেশ সংশ্লিষ্ট স্কুল [illegible] মাদ্রাসাগুলোতে পাঠানো হবে। নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নতুন আদেশে বলা হয়েছে, এখন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কোন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় নতুন বিষয়ের সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। মন্ত্রণালয়ের এর আগের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন বিষয়ের পদ নিয়ে ও শ্রেণী শাখা খোলা হয়ে থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ওইসব শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজের কোন নতুন বিষয় চালু করা থাকলে বাধ্যতামূলক সংশ্লিষ্ট বোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বীকৃতি পেতে হবে। এই স্বীকৃতিসহ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করতে হবে।